মেহেরপুরে ১০টি স্বর্ণের বারসহ ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তে ১০টি স্বর্ণের বারসহ ভারতীয় ও বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুইজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রবিবার বিকেল ৪টার দিকে বাজিতপুর সীমান্তের ১১৭/৬-এস নম্বর পিলারের কাছে তাদের আটক করা হয়। আটক হওয়া স্বর্ণের বারের বাজারমূল্য আনুমানিক দুই কোটি দশ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার শাহাপুর গ্রামের মিরাজুল শেখের ছেলে মিজানুর রহমান (২৪) এবং মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আওয়াল হোসেনের ছেলে আব্বাস আলী (৪৫)।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের হাবিলদার শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে নিয়মিত টহল চলাকালে সীমান্তে তারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে তারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবির সদস্যরা তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। এসময় তাদের বহন করা ঘাসের বস্তার ভেতর থেকে ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে এবং উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের বারগুলো মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক

ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে নবনির্বাচিত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে শপথবাক্য পাঠ করান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী নির্বাচন কমিশনার হানিফ মন্ডল ও মকবুল হোসেন।

শপথগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ হলেন— সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, কার্যকরী সভাপতি সাজেদুর রহমান সাজু, সহ-সভাপতি শাহিন আলী টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এরশাদ আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন তুষার, সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক চাঁদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মাহবুব এলাহী, শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন রিপন, লাইন সম্পাদক সোহেল রানা সজিব, প্রচার সম্পাদক ইয়ারুল ইসলাম এবং সদস্য শরিফুল ইসলাম, মহিন শেখ ও খবিরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি আহসান হাবিব সোনা ও সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি

কামনায় মুজিবনগরে দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে কেদারগঞ্জ বাজারে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মনা, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর ও সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল।

জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম।

দোয়া মাহফিলে আরও অংশ নেন মুজিবনগর উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলালসহ উপজেলা বিএনপি, ইউনিয়ন বিএনপি, ওয়ার্ড বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, কৃষকদলসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে সার বিক্রি নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে খুচরা সার ডিলারদের মানববন্ধন

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স চালু রাখা এবং সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি কখনো বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা কি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশে কিছু যদি সচল না থাকে কোন কিছুই সচ্ছল থাকবে না। আপনার এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এত বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কোন সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ এই লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে মেহেরপুরবাসী জানে এই খুচরা ডিলার, কার্ড ধারী ডিলার এটা কত বড় লাঞ্ছিত এই বিসিআইসি ডিলারদের কাছ থেকে । দুর্নীতি যদি করে থাকে সিন্ডিকেট যদি করে থাকে তারা করেছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অবিলম্বে সংশোধন করুন। এই নীতিমালা বহাল থাকলে সারা দেশের ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা পরিবার এবং তাদের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারীর পরিবারের সন্তানেরা পথে বসবে। যারা সিন্ডিকেট করেছে, কেবল তাদেরই শাস্তি দিন। নীতিমালা সংশোধন না হলে কৃষক ও আমাদের পরিবারকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন এরশাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল করিম, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি বিপ্লব হোসেন, কলিমুদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত শত শত খুচরা সার বিক্রেতা ও নেতৃবৃন্দ।

খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় বিদ্যালয়ের নিজস্ব হল রুমে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এ বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিদায় অনুষ্ঠানে খোকসা যুব সংঘ সভাপতি সামসুজ্জামান হামিদুল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষিকা উলফাতুন নাহার, এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন খোকসা যুব সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, অর্থ সম্পাদক শরিফুজ্জামান টুটুল, সহ সাধারণ সম্পাদক হেলাল শেখ, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, নির্বাহী সদস্য মাসুম রেজা, জিহাদ, সাইফুল ইসলামসহ সংগঠনের আরও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বিদায় মানে শেষ নয়, এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথচলা। তোমরা পরবর্তীতেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম ধরে রাখবে।

সংগঠনের সভাপতি বলেন, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পঞ্চম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীরাই

আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা যেন সৎ, আদর্শবান ও জ্ঞানী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপহার এবং শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দেয়া হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয় এবং এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না

মুজিবনগরের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। এই উপজেলায় কারা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আমরা তাদের শনাক্ত করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ ও সম্ভাবনা নিয়ে যেসব মতামত দিয়েছেন, সেগুলোর সমাধান ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হবে। সর্বোপরি, আমি একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে চাই। তরুণ ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এজন্য আপনাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতা করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেকোনো কাজ সফল করা সম্ভব।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। সভায় মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে

বক্তব্য দেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের পেশাজীবী বিভাগের সেক্রেটারি আল আমিন ইসলাম বকুল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাসার, জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিব উদ্দীন, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, দারিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আওলিয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার মাসুদ রানা।

অনুষ্ঠান শেষে অসহায় ব্যক্তি ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের মাঝে টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে হাসি ফুটালো শুভসংঘ

প্রাথমিক বিদ্যালয জীবনের শেষ দিনে অশ্রু সিক্ত বিদায় বেলায শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটালো মেহেরপুর শুভসংঘ।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর সদরের বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ১৮ শিক্ষার্থীদের মাঝে পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ সামগ্রী তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।

বসুন্ধরা শুভসংঘের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে

উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, হার্ডবোর্ড, স্কেল,ফাইল ও জ্যামিতি বক্স তুলে দেওয়া হয়েছে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কালের কণ্ঠ জেলা প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ইয়াদুল মোমিন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, সহকারী শিক্ষক স্বামীমা ইয়াসমিন সাথী।

কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, আজকে তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের শেষ দিন। শেষ দিন অর্থাৎ এই স্কুল থেকে বিদায়। এরপরে তোমরা যাবা নতুন কোন স্কুলে, নতুন কোনো পরিবেশে। এই বিদায় উন্নতির জন্য বিদায়, ভালোর জন্য বিদায়। এই বিদায সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো একটি জায়গা ছেড়ে দেওয়া। তোমাদের এই বিদায় ক্ষণে আমরা বসুন্ধরা শুভ সংঘের মাধ্যমে তোমাদের মুখে একটু হাসি ফুটাতে চাই, যে হাসিটা তোমাদের এই বিদায়কে একটু স্বস্তি দেবে, একটু আনন্দ দেবে।

তিনি আরো বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ এমন উদ্যোগ সারা দেশে নিচ্ছে। যারা খুবই অসহায় গরিব, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। মেহেরপুরে কয়েকবার শত শত কম্বল বিতরণ করেছি। যারা একেবারে অসহায়, তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য দোকান করে দিয়েছি। একটা মেয়েকে তার পড়ালেখা করানোর জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। এভাবে আমরা অনেক কাজ করি, কিন্তু নীরবে নিভৃতে।

সভাপতির বক্তব্য এস এম রফিকুল আলম বকুল বলেন, তোমাদের উপহারে একটা কথা লেখা আছে শুভ কাজে সবার পাশে। আমরা আসলে কি করতে চাই সেটা লেখা আছে। আমরা ভালো কাজের সবার সাথে থাকতে চাই, সবার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই উদ্দেশ্য আমাদের এটাই। উপহার যদি একটি চকলেটও হয়, আমার কাছে মনে হয় ওটাও একটি উপহার। আমাদের এটা খুবই সামান্য একটি উপহার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমাদের সমাজের প্রত্যেককে যদি এই কাজটা করতে থাকি, তাহলে এই কাজটা আর সামান্য থাকবে না, অসামান্য হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফৌজিয়া আফরোজ তুলি বলেন, বসুন্ধরা শুভ সংঘ তোমাদের হাতে একটি উপহার তুলে দিয়েছে। কালকে তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় একটু সাহায্য হবে। শুভ সংঘ যেহেতু শুভ কাজে আছে, বাংলাদেশে মাদক, বাল্যবিবাহ এবং হানাহানি আমরা যেন অসহিষ্ণু

জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হতে যাচ্ছি। এগুলো নিয়ে কাজ করলে আমার মনে হয় আরো ভালো হবে।
আর আমার শিশুদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা যেন মারামারি, হানাহানি বা অসহিষ্ণুতা পরিহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সহযোগিতামূলক আচরণ করো।

বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ অনিক হাসান, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান, কার্যকরী সদস্যঃ লামইয়া, আলিফ খান, লিখন আলী, মোঃ মনিব, আলিফ হাসান, নাসিম রানা, জুনাইদ ইকবাল, সাকিব হাসান রুদ্র, ইয়াছির ইউসুফ ইমন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কনডেম ঘোষিত ভবনগুলোতে সরকারি অফিসের কার্যক্রম

মেহেরপুর শহরের বুকে দীর্ঘ বছরের জীর্ণ শীর্ণকায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি পুরোনো ভবন। এসব ভবনগুলোতে সরকারি বিভিন্ন অফিস। হাসপাতাল ভবন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা কারা কর্মকর্তার বাসভবন, জেলা সমবায় ব্যাংক ও জেলা সমবায় অফিস, জেলা প্রশাসকের পুরাতন কার্যালয়, ওয়াবদা অফিস ভবন, গাংনী উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অফিস অন্যতম। ভবনগুলো বয়সে সেঞ্চুরি অতিক্রম করেছে।

কোনটিবা ষাটোর্ধ্ব, দীর্ঘ বছরের ইতিহাস ছুঁয়ে গেছে তাদের শরীর। দেড় থেকে দুই যুগের বিভিন্ন সময়ে গণপূর্ত বিভাগ নোটিশ দিয়ে বলেছিল তোমরা আর বাসযোগ্য নও। তারপরও ভবনগুলো ঠিক মানুষের মতোই আজও দাঁড়িয়ে আছে- ভঙ্গুর, চিন্তিত, অথচ প্রাণের স্পন্দন নিয়ে।

পুরাতন সরকার হাসপাতালটি যেন এক বৃদ্ধ অভিভাবক। বহু রোগীর কান্না, ডাক্তারদের ছুটে চলা, কিংবা অপারেশন থিয়েটারের আলো সে দেখেছে একসময়। এখন তার করিডোরে শোনা যায় পুলিশের ওয়াকিটকির শব্দ। ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ে মেঝেতে সাদা ধুলোর মতো জমে থাকে

অতীতের স্মৃতি। অথচ প্রতিদিন এক ডজন পুলিশ সদস্য সেখানে ডিউটি করেন ব্যস্ততা আর ভয় মিলেমিশে তাদের সকাল-বিকেল তৈরি করে। ভবনটি যেন নীরবে বলেÑ আমার দেওয়ালে ফাটল আছে!

ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসের অবস্থা আরও আলাদা। সে যেন প্রতিদিনের ভিড় আর ভাঁজে ভাঁজে জীবনের হিসাব লেখা এক ক্লান্ত লেখক। দলিল লেখকরা জানালার ধারে বসে একেকটা চুক্তি লিখছেন, আর দেয়ালের ফাটলগুলো স্বাক্ষী দিচ্ছে সময়ের নিঃশব্দ ক্ষরনের। প্রতিদিন দুই শতাধিক মানুষের আনাগোনায় ভবনটি কেঁপে ওঠে।

তবুও কাগজে-কলমে জমির হিসাব থামে না, মানুষের আগমন থামে না। পাশেই নতুন ভবনে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দায়ীত্ব পালন করলেও পুরাতন ভবনে দলিল সম্পাদনার কাজ করেন দলিল লেখিয়ে মুহরীরা। ভবনটিতে নব্বই দশকেও সাবজজ আদালত ছিল।

ওই সময ভবনটি ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সাইনবোর্ড লটকে দিলে আদালতটি পাশেই স্থানান্তর হয় বহুতল ভবনে। তারপর থেকেই এখানে ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। সরেজমিনে ভুমি রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দেখা যায় ভবনের শরীরে গণপুর্ত বিভাগের লটকে দেয়া ‘এই ভবনটি পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ন’। দেয়ালে লটকানো সতর্কতা কানে না তুলেই প্রতিদিন চলতে থাকে দলিল সম্পাদনের কাজ। যেন ভয় নেই, সময় নেই। যেন চোখের সামনে ছুরি ঝুলছে, তবুও মানুষ হাসে, কাজ করে, ঘরে ফেরে।

আর জেলা কারা কর্মকর্তার পুরোনো বাসভবন সে যেন নিঃসঙ্গ বুড়ো কাকাবাবু। একসময় গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে থেকেছে, এখন ভরে গেছে দাগে, ভয়ে আর অস্থিতে ইঁট-পাথরের কণ্ঠস্বর। তবুও জেলা প্রশাসনের চতর্থ শ্রেণির একজন কর্মচারী রাতে ঘুমিয়ে পড়েন ঠিক সেই ঘরেÑ যেখানে ছাদের ফাটল অন্ধকারে যেন হুহু করে চিৎকার করে। ঘরের ভিতরে তাদের নিঃশ্বাস চাপা; ভয় আছে, তবুও কর্তব্যের বাঁধনে জীবন থামে না।

জেলা সমবায় ব্যাংক ভবনটি নির্মিত হয় বৃটিশ শাসনামলের ১৯১৯ সালে। ভবনটি ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়লে পাশেই টিনশেড করে সেখানে ব্যাংকের কার্যক্রম চালু আছে। ইতোমধ্যে ভবনের সামনের অংশ ২০২৪ সালে ধ্বসে পড়েছে। ধ্বসেপড়া ভবনের মধ্যেই ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ার মো. সামসদ্দীন মিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। সামসদ্দীন জানান- কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকায় তিনি মৃত্যুভয় উপক্ষো করে স্বামী স্ত্রী বসবাস করছেন। সংস্কার করে একটি অংশে

জেলা সমবায় অফিসের কার্যক্রমও চালু আছে।

বৃটিশ শাসনামলের কালেকটর ভবন বৃটিশ শাসনামলের পর মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় হয়। ১৯৮৪ সালে মহকুমা থেকে মেহেরপুর জেলা হলে নতুন ভবনও তৈরী হয়। সেই কারেকটর ভবনে এখন অফিসার্স ক্লাব ও বিআরটিএ অফিস পরিচালিত হচ্ছে। অবিভক্ত বাংলার মেহেরপুর থানা ভবনও বহুবছর আগে নির্মিত। নতুন ভবনের দরপত্র আহবান হয়েছে। ঠিকেদার চলতি সপ্তাহেই নতুন ভবন নির্মানের কাজ শুরু করবেন বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জামিলুর রহমান খান।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ ভবনে উপজেলার সরকারি বিভিন্ন অফিস। দীর্ঘ বছরের এই ভবনে বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। মাঝে মধ্যে ছাদের প্লাষ্টার খসে পড়ে কারোবা মাথায় কিম্বা অফিসের চেয়ার টেবিলে। এই ভবনের বিভিন্ন দফতরেরকর্মকর্তা কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়ীত্ব পালন করছেন।

গণপূর্ত বিভাগের নথিতে কোন পরিসংখ্যান নেই কতটি ভবন ব্যবহারযোগ্য নয়। গণপূর্তের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জামাল উদ্দীন বলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিস আদালতের ভবন ব্যবহার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ফলে সেসব ভবনের তালিকা করা হয়নি। ব্যবহার অযোগ্য ভবনে যদিও অফিসের লোকবল গা ছমছম করা দিন পার করছে। বিষয়টি গণপূর্তের দেখার দায়ীত্ব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি ভূকম্পনের পর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন এই অঞ্চল ভূমিকম্পের মাঝারি ঝুঁকিতে। একটু দোলনামাত্র ভবনগুলো হয়তো আর দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় ঝুঁকির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষেরা কি শুধুই সংখ্যার অংশ? নাকি অবহেলার ভারে নুইয়ে পড়া ভবনগুলো কেবল ইট-পাথরের শরীর নয় সময়ের কাছে ফেলনা হয়ে যাওয়া জীবন্ত কাহিনি?

যে শহর তার স্মৃতি রক্ষা করতে জানে না, সে শহর কি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে? মেহেরপুরের বাতাসে এই প্রশ্নটাই আজ সবচেয়ে ভারী হয়ে ভাসছে।

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরের বারাদিতে বিএনপির দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লেয়াকত আলীসহ বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গ-সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁর আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় দল-মত নির্বিশেষে সকলে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে সিপিবি থেকে

মনোনয়ন পেলেন অ্যাড. মিজানুর রহমান

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর-মুজিবনগর) আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মনোনয়ন পেয়েছেন এ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড থেকে তিনি মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন ।

অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত এবং সিপিবি মেহেরপুর জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি বিকল্প রাজনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এছাড়া বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও পদক্ষেপ নেবেন।